ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ সংস্করণ

আদি ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্র

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

১৭৯২. শক

ব্রাহ্মধর্ম্ম

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে; এবং

প্রলয়কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনি লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে

স্থিতি করেন; তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন; তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ্, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব-সকল উপভোগ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয়

শিষ্য ! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম বিহীন, মহানাত্মা, তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়।

তিনি বিশ্ব সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয়; এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত সমান্বিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ; এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম রহিত, রূপ রহিত

চক্ষুঃ শ্রোত্র বিহীন; সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম স্বভাব, হ্রাস রহিত, সর্ব্ব-ভুতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতো-ভাবে দৃষ্টি করেন।

হে গার্গি*! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভি-বাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্; তিনি মনো বিহীন, তেজো বিহীন প্রাণ বিহীন, মুখ

---

*গার্গী নামক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু এক স্ত্রীকে তাঁহার আচার্য্য উপদেশ দিতেছেন।

বিহীন; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ব বাহিনী পশ্চিম বাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত-সকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া, এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপা পাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনি ব্রাহ্মণ।

হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ

করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে, ইঁহার ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।

এই প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন। যাঁ-

হারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

চতুর্থ অধ্যায়।

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য; তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমার-দিগকে ব্রহ্ম বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়া-

ছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন, লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি; তবে নিশ্চয়

তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে জানেন তিনিই তাঁহাকে জানেন।

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানি নাই, তাঁহারি ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে; আর যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি, তাহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ

জানি নাই ; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস, যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি।

এখানে ঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয় ; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, সমুদয়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ চিন্তা ও বিষয় লালসা

পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না।

পরব্রহ্ম একমাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান্; ইন্দ্রিয় সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন; তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন।

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অব-

স্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুতে পরমা-
ত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর
কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

তিনি সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল, নিরবয়ব,
শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ,
তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সক-
লের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে
প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল
বিধান করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে
ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হয়েন।

যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত

স্বরূপ পরব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমা-কাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন ; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমু-দায় বিষয় উপভোগ করেন।

যিনি সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন, ভুলোকে ও দ্যু-লোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ রূপে অমৃত রূপে, প্রকাশ পাইতে-ছেন ; জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে

না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে।

ইনি প্রাণস্বরূপ, যিনি এই সর্ব্ব ভূতে প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন।

ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য স্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন এবং এই নিকটেও তিনি বর্ত্তমান; তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধি-জীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন।

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব-ব্যক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান্ ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয় এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের

অধিপতি ; ইঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা, ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্‌ রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্‌গত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন ; যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম-যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

তাঁহারা নিশ্চিত রূপে এই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন; যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন।

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমা রহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম বিহীন মহানাত্মা আকাশের অতীত সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, এবং অবিনাশী।

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হবয়া আসিতেছে; সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন।

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি।

সাধু কর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না এবং অ-সাধু কর্ম্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না।

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্ব ভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

ইঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও ইন্দ্রিয়, সমুদায় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর; ইনি অমৃত লাভের সেতু।

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই।

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোক-সকল ও লোকনিবাসী জীব-সকল স্থাপিত রহিয়াছে তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মা দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর।

প্রণব ধনু স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ শূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা রূপ শর দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া

তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইবেক।

কঙ্কর শূন্য, তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচি দেশে; উত্তম জল, উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে; প্রতিবাদীর অনভিমুখে; ও সুন্দর বায়ু সেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পর-ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক।

বক্ষঃ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত রূপে সম ভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পুর্ব্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্ম স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক।

অষ্টম অধ্যায়।

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি শ-রীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি ক-রিয়াছেন।

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্ব লোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করি-তেছেন।

এই নানা শিরো মুখ গ্রীবা বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত

আছেন; সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বগত এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন।

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রৎ থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই পরি-

শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতেই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগত-শোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন; তাঁহারদের নিত্য সুখ

হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল সচেতনের কেবল এক মাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন, এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

নবম অধ্যায়।

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্ব-সেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দে-খিতে পায়; তখন তাহার আর শোক থাকে না।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ স্বরূপ

পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন ; তখন তিনি পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম শাম্য প্রাপ্ত হয়েন। ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না।

যিনি সেই ছায়া রহিত শরীর রহিত লোহিতাদি গুণ রহিত পরিশুদ্ধ অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষয় পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমু-

দায় সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে; বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়।

পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না।

পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভুতের অধিপতি এবং সর্ব্বভুতের রাজা।

যেমন রথ চক্রের নাভি-দেশে ও নেমি দেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে; সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভুত ও সকল দেবতা; সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদায় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে।

আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমারদিগের ও আমাদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

যিনি কারণের, কারণ, তিনি রূপ হীন ও নিরাময়; যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

বিশ্বকার্য্যের কারণ, পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তিনি সর্ব্বভূতে শরীর মধ্যে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্ব সংসারের এক মাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক-সকল অমর হয়েন।

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায় কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞান জ্যোতি স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন।

দশম অধ্যায়।

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন।

জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমা-

স্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমারা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যাক্ত থাকুন।

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পাতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

একাদশ অধ্যায়।

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই; গন্ধ নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি, অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু মুখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে গূঢ়-রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পায়েন না। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর পূর্ব্বে আর কেহ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করি-বেক

—————।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহা-রদিগের বাস-স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলেই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভুতেতে

গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্ব-ভূতের আশ্রয়, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, সকলের সাক্ষী, ও সঙ্গ রহিত, এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক, সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্বপ্রকাশক জগৎ কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভুতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন।

কি ঊর্দ্ধদেশে, কি তির্য্যক্, কি মধ্য-

দেশে, ইহাঁকে কোথাও কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার, প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্ যশ।

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয় রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইঁহাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্ল্লভ, ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে

পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ।

অল্প বুদ্ধি লোক-সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আশক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র!

তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

প্রকাশবান্ নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও আছেন এবং সকলের অন্তরেও আছেন এবং জন্ম রহিত, তাঁহার শারিরীক প্রাণও নাই, এবং মনও নাই; যাঁহাকে ক্ষীণ-দোষ যত্নশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন।

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁ-হাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহি-য়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা।

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকল দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি

ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন।

শরীরের পরমোৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন* প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন † স্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, আর এক জন ‡ সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহারদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণা-

---

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা। † জীবাত্মা।
‡ পরমাত্মা।

চিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যিনি ভূমা যিনি মহান্, তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই; ভুমা ঈশ্বরই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

শিষ্য জিজ্ঞাসা কবিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তিনি অধোতে তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের

নিয়ন্তা : তিনি অদ্যও আছেন পরেও থাকিবেন।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

তিনি সংসার কাল ও সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন, যাঁহা কর্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আবহ পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী ; সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত বিশ্বের আশ্রয়কে—

সেই মঙ্গল-স্বরূপ এক মাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা সকল আত্মার স্রষ্টা প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

তিনি চৈতন্যময়, মরণ ধর্ম্ম রহিত, এবং সর্ব্বস্বামীরূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন; তিনি প্রজ্ঞাবান্, সর্ব্বত্র গামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্ব-শাসনের আর অন্য হেতু

নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু; এবং দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

তিনি এই লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন; এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর অমর অশোক ও ক্ষুৎপিপাসা বর্জ্জিত,

এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম রূপের নির্ব্বহিতা: এবং সেই নাম রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত।

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

যিনি যখন প্রকাশবান্, ভুত ভবিষ্যন্তের নিয়ন্তা, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন; তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে

পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন।

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন, আর যেমন আচারণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন; পুণ্যকর্ম্ম-ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ-কর্ম্ম-ফলে আত্মা পাপময় হয়।

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত; তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশ-চিত্ত;

তাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হন।

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধ-চিত্ত; তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না।

বিজ্ঞান যাঁহার স্বারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার-পার সর্ব্ব-ব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হন।

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং নিবিড় অন্ধ-কারে আবৃত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন।

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

সত্য কথা কহ; যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয়।

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ।

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

মাতাকে দেবতুল্য পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জ্ঞান।

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া

থাকি, তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।

হে দিব্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর।

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনি জানিবার যোগ্য;

তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্ত-চিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদায় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে; সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

এই আকাশে যে এই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদায় অনুভব করি-

তেছেন; এই আত্মাতে যে এই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদায় অনুভব করিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ-তর।

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা

উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ কবিয়া কাঁহারও সহিত শক্রতা করিবেক না

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত্ত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী-সকল বহু কল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের

শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি সম্মত পত্নী নহে।

স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্যান্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না, সংক্ষেপেতে তাঁহারদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি,

এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

স্ত্রীরা স্বামির-বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন।

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্ত্তৃ কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অর-

ক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু পত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক এই সনাতন ধর্ম্ম।

কন্যাকেও এই রূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়।

কন্যা যত দিন পতি-মর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না; লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না, কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

পূর্ব্ব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না।

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ;

সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে। ।

আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যেহেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়।

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে সংযত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা,

দান ও সত্য-কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা, তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা, প্রভৃতি হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়।

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভুত হইয়াছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু।

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি

আত্ম হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে থাকিতে পারে; আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্ম্মচারী ভৃতি-লাভের কালকে প্রতীক্ষা করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তো-

ষই সুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত অস-
ন্তোষই দুঃখের মূল।

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর
পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন।
বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম
সুখ।

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ
করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা স-
ম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত
হইলে তাহা বহন করিবেক।

চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চির-
কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখ ও
দুঃখ উভয়েরই আয়তন।

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক,
প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা

ঘটিবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক।

প্রিয়লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মান হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না।

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে

আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না।

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ মাৎসর্য্য বিহীন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম যুদ্ধে যিনি

মৃতই বা হয়েন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

যেব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়।

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু

নাই ; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়; কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ।

সপ্তম অধ্যায়।

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।

যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

যে সাক্ষির সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত সন্দেহও করেন না, দেব-

তারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না।

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি; এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক; সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক,

উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক; এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম পথে দীপ্তি পায়।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি দিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘ সূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন

করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন।

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও ঋজু; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না।

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

নবম অধ্যায়।

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান ও

অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন।

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতানুসারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়।

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়।

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

কর্ত্তব্য জ্ঞানকে ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ

করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক।

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

যিনি অন্ন দান করেন, তিনি অন্য বস্তু সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট।

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান্ দীন অন্ধ প্র-ভৃতি কৃপা-পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, খা-

হার, মুক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন।

যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দান-ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতি-রূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাতত মধু সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আ-স্বাদ হয়।

দশম অধ্যায়।

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শো-চনাশূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ ক-রিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরি-ত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অ-নন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্বজীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হয়েন না।

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে

যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই।

মিত্রদ্রোহী, দুষ্ট-স্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী; তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য এবং কার্য্যকে অকার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশ অধ্যায়।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ।

হ্রী বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রীনষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়।

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়, শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে।

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা

পরম ধন ; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন ; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান।

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণিকে আত্মবৎ দেখেন ; তিনিই যথার্থ দেখেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন ; দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ

রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

অবিনয় দোষে অশ্ব রথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

যে কর্ম্ম করিলে আত্ম প্রসাদ হয়, অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহা করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক।

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হয়েন; তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরু-ষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রি-য়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের

এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথা যোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

এ সংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত-ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক বা বিদ্বান্ই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামি করিতে সমর্থ হয়।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে; তাহার সদ্গুণ-সকল নষ্ট হয়।

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মা-

রাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম-পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হন এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরক্ত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে; তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ।

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন; তিনি আর ইহ লোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না।

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্ম-শীল শুভাত্মাকে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ-কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মেতে

অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়।

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রৎ হয় এবং সুখেতে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

অতএব পুরুষ দৃঢ়-ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃপুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

ধর্ম্মই এক মঙ্গল-সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ।

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম-জনিত গতি হয়।

পর-দ্রব্যলাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে ও পর

কালেতে অবিশ্বাস ; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম।

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য ; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম।

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পর-দার-সেবা ; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম।

সকল প্রাণির হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া

তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

—০—

ষোড়শ অধ্যায়।

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক ও মিথ্যা কথন যাহার ধন লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত; সে ব্যক্তি ইহ লোকে সুখে বর্দ্ধিত হয় না।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপিদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না।

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুদিগকে জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।

কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু, কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাপ্ত।

—০—